একদা ভাগ্যাহত যে দুটি শিশু-
জীবনের ভাঙ্গাগড়ার পরিক্রমা সুরু-
করেছিল, তাদেরই পথযাত্রার বেদনা
বিধুর চিত্রকথা.....
শৈলজানন্দের
মণি আর মানিক
B. RATAN
চিত্রসাথীর
প্রথম
চিত্রার্ঘ্য

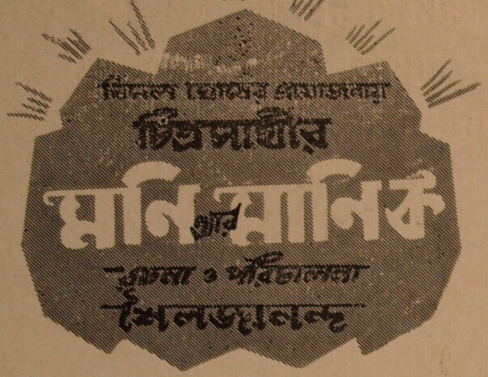

বিমল ঘোষের প্রযোজনায়

চিত্রসাথীর

মনি আর মানিক

রচনা ও পরিচালনা

শৈলজানন্দ

সহযোগী পরিচালক : তারু মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালক : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়　　গীতিকার : প্রণব রায়

চিত্র-শিল্পী : অনিল গুপ্ত　　শব্দ-যন্ত্রী : গৌর দাস

শিল্প-নির্দেশক : স্বপন সেন　　রূপ-সজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী

নৃত্য-পরিচালক : ললিত কুমার　　ব্যবস্থাপক : নিমাই ঘোষ

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বিনয় গুপ্ত, অসিত গুপ্ত, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)　　চিত্র-শিল্পে : জ্যোতি লাহা, বিনয় রায়

শব্দ-যন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ　　সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী

রূপ-সজ্জায় : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়　　ব্যবস্থাপনায় : রামপ্রসাদ সাউ, রমেশ অধিকারী

দৃশ্য-সজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ

আলোক-সম্পাতে : শান্তি সরকার, মনোরঞ্জন দত্ত, তারাপদ মান্না, ধ্রুব রায়, হেমন্ত দাস ও আহমদ হোসেন

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : প্রমোদ সরকার

স্থির-চিত্র : কমল মুখোপাধ্যায় (শিল্প মন্দির)　　যন্ত্র সঙ্গীত : ক্যালকাটা অরকেষ্ট্রা

প্রচার : ক্যাপস্　　প্রচার সহযোগী : দেবকুমার বসু

চিত্র পরিস্ফুটন : বিজন রায় (ফিল্ম সার্ভিস) ধীরেন দাসগুপ্ত (ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারী)

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

: রূপায়ণে :

সন্ধ্যারাণী : প্রণতি ঘোষ : মলিনা দেবী : পদ্মা দেবী : তপতী ঘোষ : গীতা সিংহ : অপর্ণা দেবী মঞ্জু : মণিমালা : দুর্গা : শীলা : শিবাণী।

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য্য : সুখেন দাস : জহর গাঙ্গুলী : কমল মিত্র : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ) অলোক : সলিল দত্ত : নৃপতি চট্টোপাধ্যায় : পশুপতি কুণ্ডু : শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত : রঞ্জন মুখোপাধ্যায় : পান্নালাল চক্রবর্ত্তী : ললিত চৌধুরী : নরেন চক্রবর্ত্তী : ভবেশ বাগচী : বাদল বর্দ্ধন প্রভৃতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মেসার্স রেনবো ইলেকট্রিক্যাল কোং ও সেন মহাশয়।

পরিবেশক—শ্রীদুর্গা পিকচার্স।

কাহিনী

মণি আর মাণিক। ঐশ্বর্য্যবান রাজার রাজ-কোষাগারের মণি-মাণিক নয়। বস্তিবাসিনী এক অভাগী মায়ের অবোধ দুটি শিশু সন্তান এই মণি আর মাণিক। তারা আঁধার ঘরের আলো। মণি বড়, মাণিক ছোট। তাদের বাবা অনাদিনাথ দারিদ্রের সংগে যুদ্ধ করে পিছু হট্‌তে হট্‌তে অবশেষে একদিন চারশো' বিশ ধারার আসামী হয়ে জেলে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ তিন বছরের কারাদণ্ড। বাবার অবর্তমানে মণি তার মার গার্জেন, তার ভাইয়ের গার্জেন। একথা সে একবার নয় বহুবার সদম্ভে মাণিককে জানিয়ে দিয়েছিল। মাণিক বই নিয়ে পড়া বুঝতে আসে দাদার কাছে—এটা কি দাদা? দাদা জ্ঞানবৃদ্ধের মত বলে—এটা? এটা—দে লিভেড হাপাইলি। মণির জীবনের একমাত্র আশা—আদর্শ মাণিককে মানুষ করে তোলা, তাকে লেখাপড়া শেখানো। এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল যে, মাণিক ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট একটা কিছু হবে, ওর ভারী বুদ্ধি।

মণির মতে—নারকেল আর ভাত খুব ভাল জিনিষ, একবার খেলে নাকি সারাদিনে আর ক্ষিধে লাগে না। তাই খেয়েই ওদের দিন চলছিল। কিন্তু এমন একদিন এল যেদিন তাও আর চলল না। দুর্দ্দৈবের ঘন মেঘ তাদের জীবনকে যে একটু একটু করে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল একথা বোঝার মত ক্ষমতা, তা দেখার মত দৃষ্টি মণির তখনও জন্মায় নি। তাই এ্যামেচার ব্রতী বালক সজ্ঘে 'কেষ্ট' সেজে একরাত্রে পনের' টাকা উপার্জন করে মণি যখন বাড়ী ঢুকল তখন মাণিক তাকে জানাল মা অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মাণিক যাকে ঘুম বলে ভুল করেছিল ডাক্তার সে ভুল ভেঙে জানিয়ে গেলেন এ ঘুম সে ঘুম নয়। এ ঘুম একবার যে ঘুমোয় পৃথিবীর কোনশক্তি, কোনদিন, কোনকালেও তাকে আর জাগিয়ে তুলতে পারে না। মণি বুঝল মা তার মরে জুড়িয়েছে। ছোট ভাইয়ের হাত ধরে পথে বেরোল সে। সুরু হোল পথচলা। একদিন, দুদিন, রাতের পর রাত……..। ক্রমশঃ পথই হয়ে দাঁড়ালো ঘর।

অনাদিনাথের জেল-জীবনের পালা শেষ হোল। ফিরে এসে শূন্য ঘরের পানে চেয়ে চম্‌কে উঠলেন অনাদিনাথ। তাঁর নয়নের মণি—মণি আর মাণিক কোথায় হারিয়ে গেল? এই বিপুল জনসমুদ্রে, কোন পথে গেলে তিনি তাদের

আবার ফিরে পাবেন ? হাসপাতালে ? থানায় ? ওঃ জীবন-নাট্যের কি বিচিত্র পরিণতি !

পথের কষ্ট, অনাহারের জ্বালা, অপরের লাঞ্ছনা সহ্য করেও মণি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসতে ভুলে যায় নি। কিন্তু যেদিন সে মহাবিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করল যে মাণিক তার এই এতটুকু একমাত্র ছোট্ট ভাইটা—যাকে সে বুকের মাঝে পরম যত্নে, অতি সাবধানে, লুকিয়ে রেখেছিলো—হঠাৎ সে যেন কেমন করে কোথায় বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে—সেদিন মণি আর স্থির থাকতে পারল না। উন্মাদের মত 'মাণিক' 'মাণিক' বলে পথে পথে কেঁদে ফিরতে লাগল। কিন্তু কোথায় মাণিক !

অনাদিনাথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন—মণি আর মাণিককে। মণি খুঁজছে মাণিককে। তোমরা আমার মণি-মাণিককে কেউ দেখেছো গো ? তোমরা আমার এই এতটুকু ভাইটাকে কোথাও দেখেছো ? কে দেবে আলোর সন্ধান ? কে বলে দেবে কোন্ পথে গেলে হবে সার্থক যাত্রা ? কোনদিন আবার তাদের মিলন হবে কি ?

বাংলার পথে পথে
মণি-মাণিক ঘুরে
যাদের জীবনের
জমাট্ অন্ধকার

আজ এমনিধারা হাজার হাজার হতভাগ্য বেড়াচ্ছে। শুধু চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসই একমাত্র সম্বল। তাদের জীবনের ঐ কেটে গিয়ে কোনদিন কি ভোরের আলো দেখা দেবে না ? সব হারিয়েও কি তারা কোনদিন অকূলে কূল পাবে না ? এ মন্ত্রকেই কি তারা আদর্শ পাথেয় বলে গ্রহণ করে আবার নতুন অভিযাত্রা সুরু করবে ?

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'
'মণি আর মাণিক'
এর স্রষ্টা এর কি
নির্দেশ দিয়েছেন
দেখুন।

সঙ্গীত

(১)

(কথা) কইব কি কইব না মনে ভাবে রাই
সাঁঝের বেলা একলা ঘাটে শ্যাম ছাড়া কেউ নাই গো
শ্যাম ছাড়া কেউ নাই ॥
কদমতলায় দাঁড়িয়ে কালা মিটি মিটি হাসি
(হাসে) মিটি মিটি হাসি।
(বলে) রাধা ছাড়া নাম জানে না আমার সাধা বাঁশী
(আমি) বাঁশীখানি দেব রাধে তোমার মালা যদি পাই—
(তোমার) মালা যদি পাই ॥
কথা কইব কি কইব না মনে ভাবে রাই
শুনে রাধার জল ভরিতে কলস ভেসে যায়।
(ভাবে) শ্যাম রাখি না কুল রাখি গো আজ একি হ'ল দায় ॥
(আহা) মনের মাণিক পেলাম যদি কেনই বা হারাই
কথা কইব কি কইব না মনে ভাবে রাই
(যদি) পাড়ার লোকে কলঙ্ক দেয় বলব তাদের শোন—
রাধার মত ভাগ্যবতী কে আছে এমন ?
(হঠাৎ) শ্যাম-যমুনায় জোয়ার এল ডুব দিয়েছি তাই গো
ডুব দিয়েছি তাই।
(কথা) কইব কি কইব না মনে ভাবে রাই ॥

(২)

অনেক দিনের কথা বাবু দশটি বছর আগে
সেদিনের সেই সোণার স্বপন আজো মনে জাগে।
বাবু গো আজো মনে জাগে।
এই দুনিয়া রঙ্গিন ছিল-ছিল আলো হাসি,
আমার বুকে বাজে তখন নওজোয়ানীর বাঁশী,
(আর) বাহার এল মোদের দুটি প্রাণেরি গুল বাগে।
দশটি বছর আগে বাবু গো আজো মনে জাগে।
মনে মনে মিল হল, আর আলাপ হ'ল কথায়,
একটি মুকুল ধরল মোদের ভালবাসার লতায়।
দশটি বছর আগে বাবু গো আজো মনে জাগে।
হঠাৎ এল ঝড় ভাঙ্গল খেলাঘর,
সেই ঝড়ে মোর বুকের মাণিক হারিয়ে গেল কোথায়।
একটি মুকুল ধরেছিল ভালবাসার লতায়।
আজো সেদিন হতে—
হারা মাণিক খুঁজে বেড়াই এই দুনিয়ার পথে।
সেই যে আমার সেই বাবুয়া—তিন বছরের ছেলে,
বলতে পার আবার তাকে পাব কোথায় গেলে ?
অভাব যে তার আজো বুকে কাঁটার মতো লাগে।
দশটি বছর আগে বাবু গো আজো মনে জাগে।

দুটো কথা

সেন মহাশয় তার ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করে চলেছে। সুপরিচিত মিষ্টান্ন বিক্রেতা হিসাবে সেন মহাশয়ের অবদান আজ সারা বাংলায় সুপ্রমাণিত। সাহিত্যিক থেকে সাহিত্যরসিক, চিত্রনির্মাতা থেকে চিত্ররসিক সবাই একবাক্যে এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন।

আমাদের পরম শুভাকাঙ্খীদের অন্যতম হচ্ছেন 'চিত্রসাথী'। তাঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'মণি আর মাণিকে'র প্রতিও আমাদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা আছে। তাঁদের যাত্রাপথ শুভ ও নিৰ্বিঘ্ন হোয়ে উঠুক আমরা এই কামনাই করি।

বাংলাদেশের একমাত্র বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত
মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান—

সেন মহাশয়

১।১সি, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। ৪০এ, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
১৫৯।১বি; রাসবিহারী এভিনিউ, (হিন্দুস্থান মার্ট) হাইকোর্ট বিল্ডিং, (আদিম বিভাগ)
১৭১।এইচ, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট বাজার।
কলিকাতা।

চিত্রসাথীর আগামী অবদান

সতীন কাঁটা ও ষ্টেশন মাষ্টার

রচনা ও পরিচালনায়

শৈলজানন্দ

ভূমিকায়

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ

চিত্রসাথী—এর পক্ষ হইতে দেবকুমার বসু কর্তৃক
২৫ নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন হইতে প্রকাশিত ও ৪১ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট,
দি বেঙ্গল আর্ট প্রেস লিঃ হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ সান্যাল কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য—দুই আনা